221754 - পবত্রি প্রাণী ও অপবত্রি প্রাণী কোনগুলো?

প্রশ্ন

পবত্রি প্রাণী ও অপবত্রি প্রাণী কোনগুলো?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

শরীয়তরে দৃষ্টতিে মূলনীতি হলো: সব বস্তু ও সৃষ্টজীব স্বভাবতই পবত্রি। কোনো কছিুকে নাপাক বলা যাবে না, যতক্ষণ না তার নাপাক হওয়ার ব্যাপারে শরয়ি দললি পাওয়া যায়।

প্রাণীরা বভিন্নি প্রকার ও জাতরে। তাদরে পবত্রিতা ও অপবত্রিতা সম্পর্কে আলমেদরে মধ্যে মতভদে রয়ছে। এ বষিয়ে নীচে সংক্ষপেে আলোচনা করা হলো:

১- যসেব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সগেুলো পবত্রি হওয়ার ব্যাপারে আলমেদরে ইজমা (ঐক্যমত) রয়ছে।

ইবনে হাযম বলনে: "যসেব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায, সগেুলো পবত্রি হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভদে নইে। আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ

'তনিি তাদরে জন্য ভালো খাদ্যসামগ্রী হালাল করনে এবং খারাপ খাদ্যসামগ্রী হারাম করনে।' অতএব যা হালাল তা-ই ভালো। আর যা ভালো তা নাপাক হতে পারে না; বরং তা অবশ্যই পবত্রি।"[আল-মুহাল্লা (১/১২৯)]

ইবনে মুনযরি বলনে: "সব আলমে এ মর্মে ইজমা (ঐকমত্য) পোষণ করছেনে যে: যসেব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় তাদরে উচ্ছষ্টি পানীয় (সু'র) পবত্রি। তা পান করা ও তা দয়িে পবত্রিতা অর্জন করা জায়যে।"[আল-আওসাত: (১/২৯৯)]

সু'র (سؤر) অর্থ: কোনো পানীয়রে অবশষ্টিাংশ।[দখেুন, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত (৩/১৩২)]

২- যসেব প্রাণীর রক্ত (নফস) প্রবাহতি হয় না, সগেুলো পবত্রি। যমেন: মাছি, পঙ্গপাল, পঁপিড়া, মৌমাছি, বচ্ছি, তলোপোকা, গুবরে পোকা, মাকড়সা ইত্যাদি।

এখানে ‘নফস’ বলতে রক্ত বোঝানো হয়েছে। এসব পোকামাকড়ের প্রবহমান রক্ত নেই।

এদের পবিত্রতার প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস: ‘তোমাদের কারো পাত্রে যদি মাছি পড়ে তবে সে যেন পুরো মাছটিকে ডুবিয়ে দেয়, তারপর মাছটিকে ফেলে দেয়। কেননা তার এক ডানায় আছে নিরাময়ক এবং অন্য ডানায় আছে রোগ।’[হাদীসটি বুখারী (৫৭৮২) বর্ণনা করেন] যদি মাছি নাপাক হতো তবে মাছকে পাত্রের মধ্যে ডুবানোর আদেশ করা হতো না।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: “এ হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ যে, মাছি যদি পানি বা তরল পদার্থে মারা যায় তখন মাছি সেটাকে নাপাকে পরিণত করে না। এটাই অধিকাংশ আলেমের মত। এ বিষয়ে সালাফদের মধ্যে কোনো বিরোধী মত জানা যায় না।

এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণের দিক হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাছকে খাবারের মধ্যে ডুবাতে আদেশ করেছেন। এ কথা সুবিদিত যে, এতে করে মাছটি মারা যাবে। বিশেষতঃ খাবার গরম হলে। যদি মাছি নাপাকে পরিণত করত তাহলে এটি খাবার নষ্ট করার আদেশ হতো। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারকে সংশোধন করার আদেশ দিয়েছেন; নষ্ট করার নয়।

পরবর্তীতে এ বিধান এমন সব প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে যাদের প্রবহমান রক্ত নেই। যেমন: মৌমাছি, বোলতা, মাকড়সা ইত্যাদি।”[সমাপ্ত][যাদুল মা‘আদ (৪/১০১)]

৩- যেসব প্রাণী মানুষের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে এবং যাদের থেকে বেঁচে থাকা কঠিন তারা পবিত্র; যদিও সেগুলোর গোশত খাওয়া হালাল নয় কিংবা সেগুলো হিংস্র প্রাণী হয়। যেমন: বিড়াল, গাধা, খচ্চর, ইঁদুর এবং ঘরে বসবাসকারী অনুরূপ প্রাণী।

এর প্রমাণ কাবশা বিনতে কা‘ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি ছিলেন আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্রবধূ। একদা আবু কাতাদাহ তার ঘরে গেলেন। কাবশা বলেন: আমি তাঁর জন্য অজুর পানি ঢালছিলাম। তখন একটি বিড়াল এসে (সেই পাত্র থেকে) পানি পান করতে লাগল। তিনি পাত্রটিকে বিড়ালটির দিকে কাত করে ধরলেন, যাতে সে (স্বাচ্ছন্দ্যে) পান করতে পারে।

কাবশা বলেন: তিনি আমাকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন।

তখন তিনি বললেন: ‘ভাতিজি, তুমি কি আশ্চর্য হচ্ছ?’

আমি বললাম: ‘হ্যাঁ।’

তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বিড়াল নাপাক নয়। সে তো তোমাদের মাঝে অধিক

আবর্তনকারীদরে ও আবর্তনকারনিীদরে অন্তর্ভুক্ত।"[চার সুনান প্রণতো হাদীসটি বর্ণনা করছেনে। বুখারী, তরিমযিী, উকাইলি ও দারাকুত্বনী সহীহ বলছেনে]

'হাদীসে "আবর্তনকারীদরে" বলতে বোঝানো হয়ছে: যারা আমাদরে সঙ্গে চলাফরো ও মলোমশো করে।'[আত-তামহীদ: (১/৩১৯)]

"আবর্তনকারী (তাওয়্যাফুন) হলো এমন মানুষ, যারা একে অপররে কাছে বারবার আসে। আর 'তাওয্যাফাত' (আবর্তনকারনিী) হলো: গৃহপালতি পশু, যগেুলোর উপস্থতিি মানুষরে মাঝে অধকি। যমেন: ভড়ো-ছাগল, গরু ও উট। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়িালকে এ দু'ই শ্রণেরি অন্তর্ভুক্ত করছেনে। কারণ তা মানুষরে সঙ্গে খুব বশেি মশে। তনিি আধক্যিরে দকিে ইঙ্গতি করার জন্য تَفْعِيْل এর শব্দরূপ ব্যবহার করছেনে। কনেনা এটি আধক্যিরে অর্থ বোঝায়।"[আইনীর শরহু আবি দাউদ: (১/২২০)]

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গতি করছেনে য,ে বড়িাল নাপাক না হওয়ার কারণ হলো: এটি বাসাবাড়ীতে অধকি ঘোরাফরো করার প্রক্ষেতিে অনবিার্য প্রয়োজনীয়তা। ফলে পাত্রকে এদরে থকেে বাঁচয়িে রাখা কঠনি। হাদসিরে মর্ম হলো: বড়িাল তোমাদরে ঘরে ও বাসস্থানে ঘোরাফরো করে বড়োয়, তোমরা তোমাদরে শরীর ও কাপড় দয়িে তাদরেকে স্পর্শ কর। যদি বড়িাল নাপাক হতো তাহলে আমি তোমাদরেকে বড়িালকে এড়য়িে চলার নর্দিশে দতিাম।"[সমাপ্ত][আউনুল মাবূদ: (১/১৪১)]

ইবনুল কাইয়্যমি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "এ বষিয়ে শরীয়তরে বধিান পরপিূর্ণ প্রজ্ঞা ও কল্যাণে ভরপুর। যদি বড়িাল ও অনুরূপ প্রাণীকে নাপাক বলা হতো তবে উম্মতরে উপর চরম কষ্ট আরোপ হতো। কারণ এ ধরণরে প্রাণী দনি-রাত মানুষরে ঘর,ে বছিানায, কাপড়চোপড়রে মধ্যে ও খাবারদাবাররে মধ্যে ঘোরাফরো কর।ে"[ই'লামুল মুওয়াক্কঈিন: (২/১৭২)]

বড়িাল পবত্রি হওয়ার মতটি 'মদনিা, কুফা, শাম, হজিায ও ইরাকরে ফকীহবৃন্দ ও মুহাদ্দসিদরে মত।'[আল-আওসাত: (১/২৭৬)]

অতএব, বড়িাল যদি কোনো পাত্র থকেে পান করে বা কোনো খাবার খায় তাহলে সটো নাপাক হবে না।

বড়িালরে ওপর কয়িাস করা হবে সইে সমস্ত প্রাণীকওে যগেুলো বড়িালরে মত। অর্থাৎ যগেুলো বড়িালরে মতো মানুষরে ঘরবাড়ীতে থাকে।

সুতরাং প্রত্যকে যে প্রাণী মানুষরে সঙ্গে অধকি চলাফরো করে এবং যাদরে থকেে বঁচেে থাকা কঠনি সগেুলোর হুকুমও বড়িালরে মতোই। তবে এ বধিানরে একটি ব্যতক্রিম আছ।ে সটেি হচ্ছে কুকুর। যদওি কুকুর মানুষরে মাঝে অধকি ঘোরাফরো করে তবুও শরীয়ত কুকুরকে নাপাক ঘোষণা করছে।ে

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলনে: "হাদীসরে বাহ্যকি অর্থ হলো: বড়িালরে পবত্রিতার কারণ হচ্ছ,ে তার থকেে বাঁচা কঠনি হওয়া।

কারণ সে আমাদের আশপোশে ঘোরাফেরা করে। যদি সে নাপাক হতো তবে মানুষের জন্য কষ্ট হতো।

অতএব, হুকুমের ভিত্তি হলো: এমন ঘোরাফেরা যা থেকে বাঁচা কষ্টকর। সুতরাং যে প্রাণী থেকে বেঁচে থাকা কঠিন; সেটা পবিত্র। এর ভিত্তিতে খচ্চর ও গাধাও পবিত্র। আর এটাই শক্তিশালী অভিমত, যা বহু আলেম গ্রহণ করেছেন।"[আশ-শরহুল মুমতি' (১/৪৪৪)]

অতএব, আলেমদের সঠিক মত অনুযায়ী গাধা ও খচ্চরকে বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করা হবে। তাই এদের উচ্ছিষ্ট পানি ও ঘাম পবিত্র। এটি মালেকী ও শাফেয়ী মাজহাবের মত। কারণ উল্লিখিত হতে এবং আরোহন করা ও বোঝা বহনের কাজে মানুষের এই প্রাণীগুলোর প্রয়োজন হওয়া।

ইবনে কুদামা বলেন: "আমার কাছে সঠিক মত হলো: খচ্চর ও গাধা পবিত্র। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোতে আরোহণ করতেন, সাহাবীদের যুগেও সেগুলো ব্যবহৃত হতো। যদি সেগুলো নাপাক হতো, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা স্পষ্ট করে বলে দিতেন। আর এগুলো থেকে এগুলোর মালিকদের বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। তাই এগুলো বিড়ালের মতোই।"[আল-মুগনী (১/৬৮)]

শাইখ আবদুর রহমান আস-সাদী বলেন: "নিঃসন্দেহে সঠিক মত হলো: খচ্চর ও গাধা জীবিত অবস্থায় বিড়ালের মতোই পবিত্র। অতএব, এদের লালা ও ঘাম পবিত্র। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই এগুলোতে আরোহণ করতেন এবং তাঁর যুগেও এগুলোতে আরোহণ করা হতো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়াল সম্পর্কে বলেছেন: 'এটি তোমাদের মাঝে অধিক ঘোরাফেরা করে।' তিনি এর কারণ হিসেবে বিড়ালের অধিক ঘোরাফেরাকে উল্লেখ করেছেন এবং তা থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর হওয়ার কথা বলেছেন। গাধা ও খচ্চরের ক্ষেত্রে এ কষ্ট আরও তীব্র।"[আল-মুখতারাতুল জালিয়্যা: (পৃ. ২৭)]

৪- কুকুর ও শূকর: উভয়ই নাপাক।

শূকরের নাপাক হওয়ার প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

"বলুন, আমার প্রতি যে বিধান নাযিল হয়েছে তাতে আমি কোনো আহারকারীর জন্য কোনো খাদ্য হারাম পাই না, তবে মৃত প্রাণী বা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশত ছাড়া; কারণ তা অপবিত্র।"[সূরা আন'আম: ১৪৫]

শূকর নাপাক হওয়ার মতটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মত।

ইবনে হাযম বলেন: "তারা (ফকীহরা) একমত যে, শূকরের গোশত, চর্বি, গলিত চর্বি, তরুণাস্থি, মগজ ও স্নায়ু সবই হারাম,

আর এগুলো সবই নাপাক।"[মারাতবিুল ইজমা' (পৃ. ২৩)]

নববী বলনে: "ইবনে মুনযরি আলমেদরে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করছেনে য, শূকর নাপাক। যদি এ ঐকমত্য প্রমাণতি হয, তবে সটোই সবচয়ে শক্ত দললি। তবে ইমাম মালকেরে মাযহাব হলো: শূকর জীবতি অবস্থায় পবত্রি।"[আল-মাজমূ'(২/৫৬৮)]

আর কুকুররে নাপাক হওয়ার প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে হাদীস: "তোমাদরে কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ দয়ে (চটেে খায), তবে এর পবত্রিতা হল: সাতবার ধোয়া; প্রথমবার মাটি দয়িে।"[হাদীসটি মুসলমি (২৭৯) বর্ণনা করছেনে]

খাত্তাবী বলনে: "এ হাদীসে যে ফকিহী বধিান রয়ছে তাহলো: কুকুর সত্তাগতভাবে নাপাক। যদি সে নাপাক না হতো তবে কুকুররে মুখ দওেয়ার কারণে পাত্রকে ধোয়ার আদশে করার কোনো অর্থ থাকে না। মূলতঃ পবত্রি করা হয় অপবত্রি অবস্থা (হাদাস) দূর করার জন্য অথবা নাপাকি (নাজাস) দূর করার জন্য। আর পাত্ররে ক্ষত্রেে হাদাস (অপবত্রি অবস্থা) প্রযোজ্য নয়। অতএব বোঝা গলে, ধোয়ার নর্দিশে করা দ্বারা উদ্দশ্যে ছলি নাপাকি (নাজাস) দূর করা।

যহেতেু প্রমাণতি হলো য, তার জহ্বিা (যা দয়িে সে পানি খায়) নাপাক এবং তা থকেে পাত্রকে পবত্রি করা জরুরী, সহেতেু এটাও বোঝা গলে য, কুকুররে দহেরে অন্যান্য অংশও নাপাক হওয়ার ক্ষত্রেে কুকুররে জহ্বিার মতোই। অতএব, কুকুররে দহেরে যে অংশই কোনো কছিুকে স্পর্শ করবে সটোকইে ধৌত করা ও পবত্রি করা ওয়াজবি।"[মা'আলমিুস সুনান: (১/৩৯)]

কছিু আলমে বলছেনে: এ হাদীস কবেল তার লালা, থুতু ও মুখ নাপাক হওয়ার প্রমাণ কর। আর কুকুররে শরীররে বাকি অংশ মূল বধিানরে উপর বলবৎ থাকব। আর তা হলো পবত্রি হওয়া। এটি হানাফী মাযহাবরে মত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিা এ মতটি গ্রহণ করছেনে।[দখেুন: মাজমূউল ফাতাওয়া: (২১/৫৩০)]

ইবনে দাককিি ঈদ রাহমিাহুল্লাহ স্পষ্ট করে বলছেনে: কুকুররে পুরো দহেকে নাপাক বলা আলমেদরে ইজতহিাদ; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সরাসরি বক্তব্য নয়।

তনিি বলনে: "এতে স্পষ্ট হলো য, হাদীসটি কবেল মুখরে সাথে সম্পৃক্ত কছিু নাপাক হওয়া প্রমাণ কর। আর দহেরে বাকি অংশ নাপাক হওয়া দললি থকেে উদ্ভাবতি (ইস্তনিবাতকৃত)।"[ইহকামুল আহকাম: (পৃ. ২৪) থকেে সমাপ্ত]

কুকুররে সবকছিুকে নাপাক বলা এটি শাফয়েী ও হাম্বলী মাযহাবরে অভমিত।

ইবনে কুদামা বলনে: "কুকুর ও শূকররে সর্বাঙ্গ, এদরে ত্যাগকৃত বর্জ্য ও এদরে থকেে যা কছিু বচ্ছিন্নি হয়; সবই নাপাক।"[আল-মুগনী (২/৬৭) থকেে সমাপ্ত]

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি নর্বিাচতি মতও এটি। তারা বলনে: "কুকুর সর্ববে নাপাক; এর লালা ও অন্য সবকছিু।"[ফাতাওয়া আল-লাজনাহ (২৩/৮৯) থকেে সমাপ্ত]

৫- যসেব প্রাণী পূর্বোক্ত শ্রণেবিভিাগে পড়ে না সগেুলোর ব্যাপারে আলমেদরে মধ্যে মতভদে রয়ছে। চাই সইে প্রাণী হংিস্র পশু হোক; যমেন- সংিহ, বাঘ, চতিা, নকেড়ে ইত্যাদি অথবা শকিারি পাখি হোক; যমেন- বাজপাখি, শকুন, ঈগল ইত্যাদি কংিবা এমন প্রাণী হোক যাদরে গোশত খাওয়া যায় না, কন্তিু তারা হংিস্রও নয; যমেন- হাতি, বানর ইত্যাদি ...।

- মালকেি মাযহাব: জীবতি অবস্থায় সব প্রাণীই পবত্রি। এর ব্যতক্রিম কছিু নইে।
- হানাফি মাযহাব: শূকর ছাড়া সব প্রাণী পবত্রি।
- শাফযেি মাযহাব: কুকুর ও শূকর ছাড়া সব প্রাণী পবত্রি।
- হাম্বলি মাযহাব: কুকুর, শূকর, হংিস্র পশু ও হংিস্র পাখি নাপাক। আর বাকি সব পবত্রি।

এ ধরণরে প্রাণী নাপাক হওয়া বা পবত্রি হওয়ার ব্যাপারে একাধকি হাদসি উদ্ধৃত হয়ছে। কন্তিু সগেুলো হয়তো দুর্বল অথবা সগেুলোর দ্বারা দললি প্রদান সঠকি নয়।

এ প্রাণীগুলো পবত্রি হওয়ার পক্ষে সর্বাধকি শক্তশিালী যে প্রমাণ দয়ো হয় সটেি হলো:

মূল অবস্থাকে আঁকড়ে ধরা (অর্থাৎ সব কছিু মূলতঃ পবত্রি) এবং বড়িালরে ওপর কয়িাস করা।

ইবনে আব্দুল বার বলনে: “বড়িাল হংিস্র ও মৃত প্রাণীও খাওয়া সত্ত্বওে যহেতেু সুন্নাহতে প্রমাণতি হয়ছে যে, বড়িাল নাপাক নয; এটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যকে জীবতি প্রাণীই মূলতঃ নাপাক নয়।”[আত-তামহীদ: (১/৩৩৬) থকেে সমাপ্ত]

আর এ প্রাণীগুলো নাপাক হওয়ার পক্ষে সর্বাধকি শক্তশিালী প্রমাণ হলো:

১- বড়িাল হংিস্র হওয়া সত্ত্বওে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবত্রি বলছেনে এবং কারণ হসিবেে উল্লখে করছেনে: “সে তোমাদরে মাঝে ঘোরাফরো করে।”

এর থকেে বোঝা যায, অন্য হংিস্র প্রাণী যারা এমন ঘোরাফরো করে না, তারা নাপাক। তা না হলে বড়িাল ও অন্য হংিস্র প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করা অর্থহীন হয়ে যায়ু।

২- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হাদীস: তনিি বলনে: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে, যখন তাঁকে মরুভূমরি উন্মুক্ত প্রান্তরে থাকা পানি এবং তাতে হংিস্র পশু ও অন্যান্য জীবজন্তুর যাতায়াত (বা পানি পান করা) সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি। তখন তনিি বলছেলিনে: “যখন পানরি পরমিাণ দুই কুল্লা (একটি নর্দিষ্টি পরমিাপ) সমপরমিাণ হয, তখন তা অপবত্রিতা বহন করে না।” যদি হংিস্র পশুর পান করা পানকিে নাপাক না করত তাহলে এই প্রশ্ন ও এর উত্তররে কোনো অর্থ থাকে না।

ইবনে তুরকমানি বলনে: “এই হাদসিটরি বাহ্যকি মর্ম হল: হংিস্র পশুর উচ্ছষ্টি নাপাক। কারণ যদি তা না হতো তাহলে এ

শর্ত যোগ করার কোনো অর্থ থাকে না।”[আল-জাওহারুন নাক্বী: (১/২৫০) থেকে সমাপ্ত]

তবে ইমাম নববী বলেন: “কউে কউে এ হাদসি দ্বারা হংিস্র পশুর উচ্ছষ্টি নাপাক হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পশে করনে। যহেতেু হাদসিে এসছে: ‘তাতে হংিস্র পশু ও অন্যান্য জীবজন্তুর যাতায়াত’। কন্তিু এ কথায় এমন কোনো প্রমাণ নইে। কারণ সাধারণত হংিস্র পশু যখন জলাশয়ে আসে তখন এরা জলাশয়রে ভতেরে নমেে যায় ও এতে প্রস্রাব করে দয়ে। পশুগুলোর পা ও দহে সাধারণতঃ নাপাক থকেে মুক্ত থাকে না। এ কারণে তারা প্রশ্ন করছেলিনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদরেকে একটি সাধারণ নযিম বলে দনে: পানি যদি দুই কুল্লা সমপরমিাণ হয় তাহলে তাতে নাপাকি পড়লওে পানি নাপাক হয় না। সাধারণতঃ মরূদ্যান ও জলাশয়রে পানি দুই কুল্লার কম হয় না।”[আল-ঈজায ফি শরহি সুনানি আবি দাউদ: (পৃ. ২৮৭)]

এছাড়া উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরি বলনে: “দুই কুল্লার হাদসি হংিস্র পশুর উচ্ছষ্টি নাপাক হওয়া প্রমাণ করে না, যমেনটি তারা (নাপাক দাবকিারীরা) ধারণা করছেনে। প্রশ্নরে কারণ ছলি এই যে, সাধারণত হংিস্র পশু পানতিে নমেে যায়, প্রস্রাব করে দয়ে এবং এদরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রস্রাব ও মলরে নাপাকি থকেে মুক্ত থাকে না।”[মরি‘আতুল মাফাতীহ: (২/১৮৫)]

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি আলমেরা পবত্রিতার মতটকিইে গ্রহণ করছেনে। তারা বলনে: “সঠকি মত হলো: হংিস্র পশু; যমেন- নকেড়ে, বাঘ, সংিহ এবং শকিারি পাখি; যমেন- বাজপাখি, চলি ইত্যাদি পবত্রি।... আর এ অভমিত শরঈ দললিসমূহরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।”[ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ: (৫/৩৮০), শাইখ ইবনে বাযরে সভাপতত্বি]

শাইখ ইবনে উছাইমীনও এ মতকে প্রাধান্য দযিছেনে। তনিি বলনে: “সঠকি মত হলো: এগুলো পবত্রি। কারণ যদি আমরা এগুলোকে নাপাক বলি তবে মানুষরে জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। মরুপ্রান্তরে অনকে পানরি গর্ত দুই কুল্লার কম হয়। আর নঃিসন্দহেে হংিস্র পশু ও পাখরিা সখোন থকেে পান করে। যদি আমরা বলি তা নাপাক তবে মানুষরে জন্য বড় কষ্টকর হয়ে যাবে। আর আমাদরে কাছে অগ্রগণ্য মনে হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনরে পানরি পাশ দয়িে গমন করতনে এবং এ পানি দযিে অজু করতনে।”[আত-তা‘লীকাত আলাল কাফি: (১/৪১), শামলো সংস্করণ অনুসারে]

সারকথা:

জীবতি অবস্থায় সব প্রাণীই পবত্রি; সটো গোশত খাওয়া যায় এমন প্রাণী হোক বা হংিস্র পশু হোক বা পোকামাকড় হোক বা অন্য কছিু হোক। এ বধিান থকেে কবেল দু’টি প্রাণী ব্যতক্রিম: কুকুর ও শূকর। এ দু’টি প্রাণী নাপাক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।